ভূমিকা

' সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ' - এই শিরোনামে গবেষণা সন্দর্ভের পরিকলপনা করতে গিয়ে আমি মূলতঃ বুদ্ধদেবের সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার দর্শণকে এক বিশেষ শিল্পরূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর-ই নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল এই প্রবন্ধগুলি। সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেবের আলোচনায় তত্ত্ব ও সমালোচনা দুই-ই প্রাসঙ্গিক । তাহলেও তিনি সাহিত্যতত্ত্বে পৃথকভাবে উৎসাহী ছিলেন না, শুধুমাত্র সমালোচনার প্রয়োজনেই সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তাই, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তাঁর যে সাহিত্য ভাবনার পরিচয় পেয়েছি, তা এখানে সূত্রবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে আলোচনার পরিসরে এসেছে তাঁর গ্রন্থবদ্ধ প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ - নিবন্ধ। তাঁর প্রকাশিত পত্রিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে হাতে পেয়েছি 'কবিতা'য় (১৯৩৫) প্রকাশিত তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ। এর আগে, হাতে লেখা 'প্রগতি' থেকে আরম্ভ করে ছাপা 'প্রগতি' বিভিন্ন সংখ্যাতে তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার জন্য গবেষনা সন্দর্ভটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায় - 'বুদ্ধদেব বসুর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য পরিবেশ ' - এখানে তাঁর ব্যক্তি - জীবন ও তাঁর সময়ের সাহিত্য পরিবেশের কথা উল্লেখ করেছি। বিশেষতঃ কবি হিসাবে সাহিত্যিক জীবন শুরু করে কিভাবে অধুনিক কাব্য - আন্দোলনের পুরোধা হয়ে উঠলেন তিনি, সে প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় - ' প্রাক্ - বুদ্ধদেব বাংলা সমালোচনা' এখানে বাংলা সমালোচনার সূচনা থেকে মোহিতলাল পর্যন্ত সমালোচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনায় উঠে এসেছে। তৃতীয় অধ্যায় - 'বুদ্ধুদেব বসুর সাহিত্যতত্ত্ব'। এখানে তাঁর সাহিত্য চিন্তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনটি সূত্রে সেগুলি সূত্রবদ্ধ - সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য , সমালোচক ও প্রকৃত সমালোচনা, কবিতা ও আধুনিকতা। এই আধুনিকতার ধারণাই তাঁর সমালোচনায় প্রযুক্ত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় 'বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার পরিচয় '- এখানে তাঁর সাহিত্য সমালোচনাকে বিষয়ভিত্তিক বর্গীকরণের মাধ্যমে এর বৈচিত্র্য দেখাতে চেয়েছি এবং বিশ্ব - যুদ্ধ পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবণতা হিসেবে আধুনিকতার যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার তিনি চেষ্টা করেছেন, সেই বিশেষ মনোভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়েছে, তাঁর সাহিত্য সমালোচনার প্রতিটি বর্গে। পঞ্চম অধ্যায় - 'বুদ্ধদেব বসু ও সমকালীন সমালোচক'। এখানে আছে বুদ্ধদেবের সমালোচনার সঙ্গে সমকালের অন্যান্য সমালোচক, বিশেষতঃ সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং জীবনানন্দের যে সামান্য কিছু লেখা ' কবিতার কথা ' য় পেয়েছি, তার প্রতিতুলনা। এখানেও সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেবের কৃতিত্বই উল্লেখযোগ্য।

এই গবেষণাসন্দর্ভ আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করেছি। তাঁর সহযোগিতা ও প্রেরণা ছাড়া একাজ সম্পন্ন হতো না। এই বিশ্ববদ্যলয়েরই প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ অশ্রু কুমার সিকদার মহাশয়ও বিভিন্ন সময়ে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ পিনাকেশ সরকার মহাশয়, শ্রী স্বপন মজুমদার মহাশয় এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর পত্নী শ্রীমতী প্রতিভা বসুর কাছেও আমি ঋণ স্বীকার করি। তাঁরই সুপারিশে আমি শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ মহাশয়ের কাছেও অনেক তথ্য পেয়েছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুমনা দাসের যথেষ্ট সহযোগিতা আমি পেয়েছি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ ও শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের কর্মীবৃন্দ, বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত আশিষ হাজরা মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার মূল্যবান সংগ্রহ দেখতে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। কোলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সাহায্যও পেয়েছি। আমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ মলয় রঞ্জন সরকার মহাশয়কে এবং মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ও অন্যান্য কর্মীদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাছাড়া, আমি আমার বাবা, মা এবং পরিবারের অন্যান্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার বাবা এবং ছোট্ট বোন শ্রীমতী রুনী চক্রবর্ত্তীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা ছাড়া একাজ আমার পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না । এছাড়া আমার বন্ধু শ্রী রঞ্জন রায়, ভগীরথ দাস, ডিব্রুগড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কুমকুম চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী মৌসুমী গোস্বামী আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এখানে মৌসুমীকে আমি পৃথকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি, আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।